গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন হেডকোয়ার্টার্স
বাড়ি নং- ১৬, রোড নং- ০৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

স্মারক নং-পিবিআই/প্রশাসন/২০২১/ ৪৮৫২ তারিখ- ১৭/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয় ঃ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ পূর্বক প্রমাণকসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-মিডিয়া/৪৪.০১.০০০০.০৪৫.০২.০০৫.২১-৩১৬, তারিখ-১৬/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে,বাংলাদেশ পুলিশের ২০৩-২০২৪ খ্রিঃ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা সমূহের সংযোজনী ৫ (ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪) এর কর্মসম্পাদন সূচক [৫.১.২] এ বর্ণিত আওতাধীন অফিসসমূহের ত্রৈমাসিক তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর ১ম ত্রৈমাসিকের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ পূর্বক প্রমাণকসহ প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

'ছক'

ক্রমিক নং	বিষয়	সূত্র	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	কি ধরণের তথ্য তার বিবরণ	মন্তব্য
০১	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন	রিসিভ ডাইরী নং-১১১৫৭, তাং-১৭/০৭/২৩ খ্রিঃ	জনাব ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল আলম, মনোয়ার ভিলা, বাসা-১৬০৭,ধানমন্ডি রোড,রেইস কোর্স, কোতয়ালী থানা, কুমিল্লা।	পিবিআই হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-২২১(১), তাং-০২/০৫/২০২৩ খ্রিঃ এর তদন্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় আদেশের কপি।	পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে।

(কাজী আখতার উল আলম)
বিপি-৭৯০৬১১৩৬০৩
বিশেষ পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ)
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)
হেডকোয়ার্টার্স
ধানমন্ডি, ঢাকা।
০২-৯৬১৫৭২১ ০২-৯৬১৫৭৪৩
e-mail: sspa_f.pbi@police.gov.bd

কার্যার্থেঃ

অ্যাডিশনাল ডিআইজি (আর, আই অ্যান্ড বিপি)
ও ফোকাল পয়েন্ট (এপিএ)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

CamScanner

মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন হেডকোয়ার্টার্স
বাড়ী নং -১৬,রোড নং #৪ ধানমন্ডি ঢাকা-১২০৯

স্মারক নং-পিবিআই/সিআরও/তথ্য প্রদান-২০২১/৫১২৫ তারিখ- ২৭/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ তথ্য প্রদান সংক্রান্তে।

সূত্রঃ স্মারক নং-মিডিয়া/৪৪.০১.০০০০.০৪৫.০২.০০৫.২১-৩১৬, তারিখ-১৬/৭/২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের স্মারকের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আবেদনকারী জনাব ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল আলম,পিতা-মেজর (অব) মোঃ আলমগীর, মাতা-মনোয়ারা বেগম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা-মনোয়ারা ভিলা, বাসা-১৬০৭, ধানমন্ডি রোড, রেইসকোর্স, থানা-কোতয়ালী, জেলা-কুমিল্লা, পিবিআই কুমিল্লা জেলার পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি-৮১০৬১১৮১০৬), এসআই (নিঃ) মাসুদ আলম পাটোয়ারী (বিপি-৯১২০২২৬৪৫৫), এসআই (নিঃ) মোঃ নুরুল আলম (বিপি-৮০৯৯০১৫৩৩০) গনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান প্রতিবেদন, সাক্ষীর জবানবন্দি ও বিভাগীয় আদেশের কপি পেতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ৮(১) ও ৮(৩) ধারার বিধান মতে তথ্য প্রাপ্তির জন্য এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর আবেদন করেছেন। এতদ্‌বিষয়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মজিদ আলী, বিপিএম, বিপি-৬৯৯৯০৩১২৬৫, অতিরিক্ত ডিআইজি, পিবিআই চট্টগ্রাম বিভাগ ও চট্টগ্রাম মেট্রো, অনুসন্ধান করে অভিযোগের সত্যতা পান নাই মর্মে অনুসন্ধান প্রতিবেদন অতিরিক্ত ডিআইজি (ডিঅ্যান্ডপিএস) বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবরে দাখিল করেছেন। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা-৭ অনুযায়ী সাক্ষীর জবানবন্দির কপি প্রদান করা গেল না ।

সংযুক্তিঃ ০১ (এক) পাতা

27/7/23
(মোঃ আবু ইউছুফ)
বিপি-৮০১১১৪২৫২৬
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
মিডিয়া ও তথ্য প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পিবিআই হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

কার্যার্থেঃ

এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর)
বাংলাদেশ পুলিশ,
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন হেডকোয়ার্টার্স
বাড়ি নং-১৬, রোড নং-০৪, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫

স্মারক নং-পিবিআই/আর,৩ (প্রসিডিং)/ ৩৩৮৮ তারিখ- ২৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয় ঃ- <u>পিবিআই, কুমিল্লার পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, (বিপি-৮১০৬১১৮১০৬), এসআই (নিঃ) মাসুদ আলম পাটওয়ারী (বিপি-৯১২০২২৬৪৫৫), এসআই (নিঃ) মোঃ নুরুল আলম (বিপি-৮০৯৯০১৫৩৩০) এর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে পর্যালোচনা প্রতিবেদনের আলোকে অধিকতর অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।</u>

সূত্রঃ- ক. পুলিশ হেডঃ ঢাকার স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.১০২.৬৬.০৪০.২২/২১২৯, তারিখ-০৬/১২/২০২২ খ্রিঃ
খ. পুলিশ হেডঃ ঢাকার স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.১০২.৬৬.০৪০.২২/৩৭০, তারিখ-২৮/০২/২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা কোতয়ালী থানার মামলা নং-০২/৩২৪, তাং-০২/০৪/২২ ইং, ধারা-আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০১৯ এর ৪ রুজু হওয়ায় মামলাটি কুমিল্লা কোতয়ালী থানার এসআই (নিঃ)/মাসুদ আলম পাটোয়ারী তদন্ত পূর্বক ০৪ জন আসামীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। দরখাস্তকারী/বাদী কর্তৃক পরবর্তীতে নারাজী দাখিলের মাধ্যমে পিবিআই এর নিকট তদন্তের ভার অর্পিত হইলে পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, বিপি-৮১০৬১১৮১০৬ তদন্তের জন্য নির্দেশিত হয়ে তদন্ত শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত ০৪ জন সহ মোট ০৭ জনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেন। অভিযোগে বর্ণিত ০১ নং আসামী সরকার মাহমুদ জাবেদের বিরুদ্ধে অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে অব্যহতি প্রদান করেন। বাদী পুনরায় বিজ্ঞ আদালতে নারাজী দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত সিআইডির নিকট মামলাটির অধিকতর তদন্তের জন্য প্রেরণ করায় সিআইডি তদন্ত পূর্বক সরকার মাহমুদ জাবেদসহ এজাহার নামীয় সকল আসামীর (ঐ ০৭ জন সহ মোট ০৮ জন) বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

ঘটনার সার্বিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বাদী ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম এবং ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাবেদ একই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী এলাকার লোক। সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে সরকার মাহমুদ জাবেদ ৩য় বারের মত নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম ১ম বারের মতো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় বরণ করেন। গত ১৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ সন্ধ্যা ০৭ টার সময় ৩ নং ওয়ার্ডের রেইসকোর্স এলাকার বাসিন্দা এজাহার নামীয় বিবাদী মোঃ এনামুল কবির ও সাক্ষী মোঃ কামরুল হাসান গংদের মধ্যে মাটি ভরাট ও বহন খরচ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মারামারি হয়। দরখাস্তকারী/বাদীর এ ব্যাপারে কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও ঘটনাটি তার বাড়ির সামনে ঘটায় এবং উচ্ছৃংখল লোকদের এলোপাথাড়ী ছোটাছুটির কারণে মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়। দরখাস্তকারীর বাড়ির নিজস্ব সিসি ক্যামেরায় উচ্ছৃংখল লোকদের কৃত অপরাধের সিসিটিভি ফুটেজ ধারণ হয়েছে এবং বিবাদীদের মধ্যে কোন এক আসামী সিসি ক্যামেরা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে বুঝতে পেরেই এ মামলার উৎপত্তি।

সূত্রে বর্ণিত দরখাস্তটি প্রাপ্ত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক এ মামলা তদন্তের সময় তদন্তের বাহিরে শুধুমাত্র কোন অনৈতিক আচরণ করেছেন কিনা বা অবৈধ সুবিধা নিয়েছেন কিনা তা সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি কে দিয়ে অনুসন্ধান পূর্বক অনুসন্ধান প্রতিবেদন পিবিআই ঢাকার স্মারক নং-৫৯৯ তারিখ-২৪/০১/২০২৩ খ্রিঃ মুলে অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ডিঅ্যান্ডপিএস), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়।

<u>মতামত ঃ</u>

মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেক তদন্তকারী কর্মকর্তারই নিজস্ব স্বাধীনতা রয়েছে। আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের পর বাদী সন্তুষ্ট না হলে নারাজী দিতে পারেন আবার বাদী না চাইলেও আদালত স্ব-উদ্যোগে পুনরায় তদন্তের আদেশ দিতে পারেন। এই মামলাটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করেই তদন্তকারী কর্মকর্তা বিজ্ঞ আদালতে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এরুপ পরিস্থিতিতে মুল দরখাস্ত এতৎসঙ্গে ফেরৎ দেওয়া হলো।

সংযুক্তিঃ

২৬.৫.২৩
(বনজ কুমার মজুমদার, বিপিএম বার, পিপিএম)
বিপি-৬৫৯১০২০৯২৩
অ্যাডিশনাল আইজিপি
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

<u>কার্যার্থেঃ-</u>

অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ডিঅ্যান্ডপিএস)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
www.police.gov.bd

অতিরিক্ত আইজিপি (পিবিআই)

স্মারক নং-মিডিয়া/৪৪.০১.০০০০.০৪৫.০২.০০৫.২১- ৩৯৬ তারিখ ঃ ০৯ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৬ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল আলম, পিতা-মেজর (অব.) মোঃ আলমগীর, মাতা-মনোয়ারা বেগম, বর্তমান ঠিকানা-মনোয়ারা ভিলা, বাসা-১৬০৭, ধানমন্ডি রোড, রেইসকোর্স, কোতয়ালী থানা, কুমিল্লা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ও ৮ (৩) ধারার বিধানমতে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। তার চাহিত তথ্যাদি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

'পিবিআই হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-২২১ (১) তারিখ-০২/০৫/২০২৩ মূলে ১. তদন্ত প্রতিবেদন ২. বিভাগীয় আদেশের কপি। আইজিপি কমপ্লেইন সিরিয়াল নং-৯৯৯ তারিখ-১০/১১/২০২২ খ্রি.।'

এমতাবস্থায়, আবেদনকারীর চাহিত তথ্যাদি/জবাব পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হল। যদি কোন কারণে চাহিত তথ্যাদি/জবাব প্রদান করা না যায় তাহলে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লখপূর্বক কারণ জানানোর জন্যও অনুরোধ করা হল।

উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য/জবাব প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সংযুক্তি ঃ ১১ (এগার) পাতা।

২৬/০৭/২০২৩
মোঃ মনজুর রহমান পিপিএম (বার)
বিপি-৭৭০৬১১৯৭১৩
এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
মোবাইলঃ ০১৩২০-০০০২৮২

কার্যার্থে ঃ
অ্যাডিশনাল আইজি
পিবিআই
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা

CamScanner

বরাবর,

পুলিশ মহাপরিদর্শক (আই.জি.পি)

বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা।

বিষয়: সূত্রোল্লেখিত মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) অন্যায় ও বে-আইনীভাবে চার্জশীট প্রদান করায় তাহার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, আমি ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল আলম, পিতাঃ মেজর (অব.) মোঃ আলমগীর, মনোয়ারা ভিলা, বাসাঃ ১৬০৭, ধানমন্ডি রোড, রেইসকোর্স, কুমিল্লার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমি দীর্ঘদিন লন্ডনে বসবাস করার পর বিগত ২০১৩ সালে দেশে আসি। দেশে আসার পর থেকেই সূত্রোল্লেখিত মোকদ্দমার আসামীগন আমার নিকট ১০ (দশ) লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করিয়া আসিতেছিলো। আমি আসামীদের দাবিকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকার করি। তখন আসামীগন ক্ষিপ্ত হইয়া ২০/৭/২০১৯ ইং তারিখ আমার বাসায় প্রবেশ করে আমাকে ও আমার স্ত্রী সন্তানকে মারধর করে আমার ল্যাপটপ কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন নিয়া যায় এবং যাওয়ার সময় আমার বাসার সিসি ক্যামেরাগুলি ভাংচুর করে এবং সিসিটিভির ডিভিআরটি (যেটিতে ফুটেজ সংরক্ষিত হয়) নিয়া যায়।

এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৩/০৩/২০২২ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ৮:০০ ঘটিকার সময় সকল আসামীগন বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আমার বাসার সামনে এসে উচ্চস্বরে আমাকে ডাকাডাকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও বাড়ীর সীমানা প্রাচীর বাইরাইয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকে আমার এবং আমার পরিবারের প্রান নাশের চেষ্টা করে। উক্ত সকল ঘটনার আংশিক আমার বাড়ির নিরাপত্তার জন্য স্থাপিত সিসিটিভি ফুটেজে ধারন হয়। সিসি টিভির ফুটেজে ধারনকৃত ভিডিওতে স্পষ্টত দেখা যায় যে, আসামী মোঃ নাহিদ, আসামী মহসিন আহমেদ শামীম ও আসামী এনামুল কবির এনাম সহ অন্যান্য আসামীরা ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ এর নেতৃত্বে উক্ত চাঁদার দাবীতে আমার বাড়ীর বাউন্ডারী ও বাড়ী ভাংচুরে অংশ নেয় এবং আমাকে বাড়ীর বাহিরে বের হয়ে আসতে বলে। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় মোঃ আবুল কালাম বাপ্পি, পিতাঃ মোঃ আবু তাহের, ৬নং ধানমন্ডি রোড, রেইসকোর্স, কুমিল্লা, গুলি করার উদ্দেশ্যে কোমড় থেকে পিস্তল বের করছে।

আসামীগন উক্তরূপ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করাকালীন সিসিটিভি নজরে আসিলে তাহারা সিসিটিভি ভাংচুর করে নিয়া যায়। সিসিটিভি ভাংচুরের পর ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ তার কোমরে থাকা পিস্তল দিয়া ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে ত্রাস সৃষ্টি করে। বিজ্ঞ আদালতে উক্ত বিষয়ে দ্রুত বিচার আইনে মামলা করিলে আদালত উক্ত হামলার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মোকদ্দমাটি এফ.আই.আর হিসেবে গন্যক্রমে তদন্তভার স্থানীয় থানা প্রশাসনকে প্রদান করিলে থানা প্রশাসন তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া সাব ইন্সপেক্টর মাসুদ আলম পাটোয়ারীকে (বিপি নংঃ ৯১২০ ২২৬ ৪৫৫) তদন্তভার প্রদান করে।

তদন্ত কর্মকর্তা মাসুদ আলম পাটোয়ারী প্রতিবেদনে সত্য ঘটনা লিখার জন্য আমার নিকট অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা দাবি করে। আমার কাছ থেকে কোন অবৈধ আর্থিক সুবিধা না পেয়ে আসামীদের কাছ থেকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা নিয়ে মিথ্যা ও অলিক তথ্য সন্নিবেশিত করে মূল ঘটনাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করে মূল ও ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ এর পক্ষে অন্যায়ভাবে সাফাই গেয়ে তাকে ও তার সঙ্গীয় আসামীদের বাদ দিয়ে বাস্তবতার পরিপন্থি এক অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করে।

তদন্ত কর্মকর্তা মোকদ্দমার গুরুত্বপূর্ন প্রমান সিসিটিভি ফুটেজে মূল ও ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ থাকা সত্বেও উহা পর্যালোচনা না করিয়া মোকদ্দমার ভীত নষ্ট করার চক্রান্ত করে বিজ্ঞ আদালতে এক বিতর্কিত চার্জশীট প্রদান করায় আমি উক্ত রিপোর্টের উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে ন্যায় বিচার পাওয়ার আশায় বিজ্ঞ

CamScanner

আদালতে এক নারাজি দরখাস্ত দিলে আদালত সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত মোকদ্দমা পুনরায় তদন্ত করার জন্য পিবিআই কুমিল্লাকে দায়িত্বভার অর্পন করে।

পিবিআই উক্ত দায়িত্বভার প্রাপ্ত হইয়া মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম-কে (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) তদন্তভার দেন। তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম দায়িত্বভার প্রাপ্ত হইয়া আসামীদের কাছ থেকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা নিয়ে পূর্বের তদন্ত কর্মকার্তার ন্যায় মোকদ্দমায় উল্লেখিত ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে কল্পিত এক ঘটনাকে সামনে এনে আরেক বিতর্কিত সম্পূরক চার্জশীট বিজ্ঞ আদালতে প্রদান করে।

তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা পূর্বক ৪নং, ৬নং ও ৮নং আসামীকে সম্পূরক চার্জশীটে নতুন করে অন্তর্ভূক্ত করিলেও মোকদ্দমায় বর্নিত ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে মূল ও ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ কে বাদ দিয়ে মোকদ্দমার ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার হীন মানসে আসামীদের সহিত অন্যায়ভাবে যোগসাজস করে বিজ্ঞ আদালতে সম্পূরক চার্জশীট প্রদান করেছে। যাহা ন্যায় বিচার পরিপন্থি এবং তদন্ত সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার শামিল বিধায় আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার নিকট দ্বারস্ত হয়েছি। উক্ত বিষয় তদন্ত পূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে আপনার সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

দরখাস্তের হেতু সমূহঃ

ক; যেহেতু মোকদ্দমার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) আসামীদের কাছ থেকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা নিয়ে মিথ্যা ও অলিক তথ্য সন্নিবেশিত করে মোকদ্দমার মূল ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে মূল ও ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ কে বাদ দিয়ে বাস্তবতার পরিপন্থি এক সম্পূরক অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করেছেন;

খ; তদন্ত কর্মকর্তা আমাকে বা আমার মান্যকৃত স্বাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে মনগড়াভাবে তাদের নামে ১৬১ তৈরী করেছেন এমনকি উক্ত ১৬১ কথিত জবান বন্দিতে আমার মান্যকৃত স্বাক্ষীগনের স্বাক্ষর গ্রহন করেন নাই;

গ; প্রত্যেকটি আসামীর বিরুদ্ধে সিসিটিভি ফুটেজে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের চিত্র বর্তমান থাকা সত্বেও তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) অসাধুভাবে মূল আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ এর প্রভাব প্রতিপত্তির নিকট পরাজিত হয়ে তাহার পক্ষে অন্যায়ভাবে সাফাই গেয়ে উক্ত লোমহর্ষক ঘটনাকে নির্বাচনী হাতিয়ার হিসেবে অতি উৎসাহী মন্তব্য করে আসামীকে মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং মোকদ্দমার মূল কারনকে ভিন্নখানে প্রবাহিত করে মোকদ্দমার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে কতেক আসামীর বিরুদ্ধে বাস্তবতা পরিপন্থি নামমাত্র অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া বিজ্ঞ আদালতে সম্পূরক চার্জশীট দাখিল করিয়াছেন;

ঘ; মোকদ্দমার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) বলেন আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ এর পেছনে থাকা ছেলেদেরে মধ্যে ২ জন ছেলে বাদীর বাড়ীর সীমানা প্রাচীরে স্থাপিত সিসি ক্যামেরা দেখতে পেয়ে সীমানা প্রাচীরে উঠে সিসি ক্যামেরা খুলে নিয়ে যেতে দেখা যায়। ১নং আসামীর ইশারায় উক্ত সিসিটিভি খুলে নেওয়ার পরই ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করিয়া ত্রাস সৃষ্টি করে। অথচ এই আসামীকে চার্জশীটে নট সেন্ট আপ করা হয়েছে।

ঙ; তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) ফুটেজ পর্যালোচনায় আরও বলেন সরকার মাহমুদ জাভেদের পেছনে থাকা ছেলেদের মধ্যে ৬নং আসামী কামরুল হাসানের হাতে বন্দুক সদৃশ কিছু একটা দেখা যায়। অথচ তিনি উক্ত বন্দুক সদৃশ বস্তু শতভাগ বন্দুক হওয়া সত্বেও সেটাকে সদৃশ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং উক্ত বন্দুকটি শনাক্ত করে জব্দ করেননি এবং অস্ত্র আইনের কোন ধারা চার্জশীটে অন্তর্ভূক্ত করেননি।

চ: ১নং ও মূল আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ এর বিরুদ্ধে ১৫টি হত্যা, ধর্ষন ও চাঁদাবাজির মামলার দালিলিক তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা সত্বেও তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) উক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে চার্জশীটে কোন তথ্য সন্নিবেশিত করে নাই।

ছ:) যেহেতু মোকদ্দমার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) মোকদ্দমার বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করিলে কিংবা নারাজি দিলে আমাকে বিভিন্ন জেলা ও থানায় গায়েবী মামলা দিয়ে হয়রানী করিবে বলিয়া হুমকি প্রদান করে।

জ: যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬) সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা পূর্বক ৪নং, ৬নং ও ৮নং আসামীকে সম্পূরক চার্জশীটে নতুন করে অন্তর্ভূক্ত করিলেও মোকদ্দমায় বর্নিত ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে মূল ও ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ কে বাদ দিয়ে মোকদ্দমার ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার হীন মানসে আসামীদের সহিত অন্যায়ভাবে যোগসাজস করে বিজ্ঞ আদালতে সম্পূরক চার্জশীট প্রদান করেছে।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন এই যে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত বিষয়ে তদন্তপূর্বক তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে আপনার সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মোকদ্দমা ও তদন্তকারী কর্মকর্তার সূত্রঃ

কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী থানার মামলা নংঃ
২/৩২৪, তারিখ ০২/০৪/২০২২,
জি আর নংঃ ৩২৪, দ্রুত জি আর নং: ৬/২০২২
সম্পূরক অভিযোগপত্র নংঃ ৫৭২ তাং: ৭/৭/২০২২
ধারাঃ আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) সংশোধন আইন ২০১৯ এর ৪ ধারা,
কর্মকর্তাঃ ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম।
বিপি নংঃ ৮১০৬ ১১৮১০৬ ।

স্বাক্ষীদের নাম ও ঠিকানাঃ

১। মেজর (অব.) মোঃ আলমগীর
ঠিকানাঃ মনোয়ারা ভিলা, বাসাঃ ১৬০৭,
ধানমন্ডি রোড, রেইসকোর্স, কুমিল্লা।

২। স্বাধীনা আক্তার
ঠিকানাঃ মনোয়ারা ভিলা, বাসাঃ ১৬০৭,
ধানমন্ডি রোড, রেইসকোর্স, কুমিল্লা।

৩। মোঃ কামাল হোসেন খাঁন
শরীফ ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, ৫নং ধানমন্ডি রোড,
রেইসকোর্স, কুমিল্লা।

নিবেদক,

10/11/2022

ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল আলম
পিতাঃ মেজর (অব.) মোঃ আলমগীর
ঠিকানাঃ মনোয়ারা ভিলা, বাসাঃ ১৬০৭,
ধানমন্ডি রোড, রেইসকোর্স, কুমিল্লা।
মোবাইলঃ 01791-681662

সংযুক্তঃ

১। মামলার সিসিটিভির স্থিরচিত্র - ২ পৃষ্ঠা

২। ১নং আসামী সরকার মাহমুদ জাভেদ এর বিরুদ্ধে করা হত্যা, ধর্ষন ও চাঁদাবাজী সহ ১৫টি মামলার দালিলিক প্রমান - ৩ পৃষ্ঠা।